গৃহঋণ বার্তা

বিএইচবিএফসি'র ত্রৈমাসিক বুলেটিন

বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন | ২য় বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা | জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৩ খ্রি.

এনবিআর-এর জাতীয় আয়কর দিবস-২০১৩

বিএইচবিএফসি-কে ট্যাক্সকার্ড সম্মাননা প্রদান

গত ১৫ সেপ্টেম্বর জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) হোটেল রূপসী বাংলার উইন্টার গার্ডেনে জাতীয় পর্যায়ে সর্বোচ্চ করদাতা ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান-কে ট্যাক্স-কার্ড প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। ২০১০-২০১১ ও ২০১১-২০১২ করবর্ষে সর্বোচ্চ আয়কর প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি পর্যায়ের করদাতাদের এ ট্যাক্স-কার্ড প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত প্রধান অতিথি হিসেবে সেরা করদাতাদের মাঝে সম্মাননা ক্রেস্ট ও সনদপত্র প্রদান করেন। অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সচিব ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান মো. গোলাম হোসেন-এর সভাপতিত্বে এ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এফবিসিসিআই'র সভাপতি কাজী আকরাম উদ্দিন আহমদ। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ট্যাক্স ল'ইয়ারস্ এসোসিয়েশনের সভাপতি শাহ জিকরুল আহমেদ এমপি এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কর প্রশাসন ও মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সদস্য বশির উদ্দিন আহমেদ।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক 'জাতীয় ট্যাক্স কার্ড নীতিমালা ২০১০' অনুযায়ী ২০১০-২০১১ করবর্ষে কোম্পানী পর্যায়ে দশম সর্বোচ্চ আয়কর প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন-কে ট্যাক্স-কার্ড সম্মাননা প্রদানের জন্য নির্বাচন করা হয়। প্রসঙ্গত: উক্ত করবর্ষে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব প্রতিষ্ঠান হিসেবে শুধুমাত্র বিএইচবিএফসি-ই এ সম্মাননা লাভ করে। কর্পোরেশনের পক্ষে ট্যাক্স-কার্ড সম্মাননা গ্রহণ করেন প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান মো. ইয়াছিন আলী এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মো. নূরুল আলম তালুকদার (বাঁ-থেকে যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয়)। উল্লেখ্য, ২০১০-২০১১ এবং ২০১১-২০১২ অর্থবছরে বিএইচবিএফসি যথাক্রমে ৪৯.৯৫ কোটি ও ৪৭.৩৭ কোটি টাকার আয়কর প্রদান করে।

সরকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিএইচবিএফসি'র এ সম্মাননা অর্জন প্রতিষ্ঠানটির জন্য এক অনন্য গৌরবের বিষয়। আর এ সম্মাননা প্রাপ্তির দিনটিতেই কর্পোরেশনের পর্ষদ কক্ষে পূর্ব নির্ধারিত বোর্ড-সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা শেষে কর্পোরেশনের সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ এ উপলক্ষ্যে পর্ষদ চেয়ারম্যান, পরিচালকবৃন্দ এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক-কে ফুলেরতোড়া দিয়ে শুভেচ্ছা জানান।

"যারা কাজ করে তাদেরই ভুল হতে পারে
যারা কাজ করে না তাদের ভুলও হয় না।"
–বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

খেলাপী ঋণ আদায়ে মাঠপর্যায়ে মতবিনিময় সভা :

শ্রেণীকৃত ঋণের বকেয়া আদায় এ বছরের প্রথম অগ্রাধিকার

- ব্যবস্থাপনা পরিচালক

কর্পোরেশনের খেলাপী ঋণ আদায়কে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে এ ক্ষেত্রে সর্বশক্তি নিয়োগ করা হচ্ছে। বিগত ২০১২-২০১৩ অর্থবছরকে 'আদায় বর্ষ' ঘোষণা করে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করায় আশানুরূপ ফলও পাওয়া গেছে। এ অর্থবছরে খেলাপী ঋণ আদায়ে কয়েক দফায় সদর দফতর থেকে মাঠ-অফিসসমূহে বিশেষ পরিদর্শন ও আদায় টিম পাঠানো হয়। এ অর্থবছরে সদর দফতর থেকে বিভিন্ন পর্যায়ে মোট ১৬৭ জন কর্মকর্তা এসব টিমে অন্তর্ভুক্ত হয়ে সারাদেশে কর্পোরেশনের খেলাপী ঋণ আদায়ে কাজ করেছেন। উক্ত আদায় বর্ষে শুভ বাংলা নববর্ষ ও হালখাতা অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন এ ক্ষেত্রে উৎসাহব্যঞ্জক সাড়া ফেলে। গত এপ্রিল মাসে অনুষ্ঠিত হালখাতা অনুষ্ঠানে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক খেলাপী গ্রহীতার হিসাব হালনাগাদ করার পর বকেয়া পরিশোধের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী জুন মাসে পরিচালিত বিশেষ আদায় কর্মসূচী অবশিষ্ট অনেক খেলাপী গ্রহীতার হিসাব হালনাগাদকরণে কার্যকর ভূমিকা রাখে।

কর্পোরেশনের খেলাপী ঋণ আদায়ে বিগত বছরের সাফল্যের ধারাবাহিকতায় ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে ৫২৩.৬৫ কোটি টাকা আদায়ের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানটির শ্রেণীকৃত (Classified) ঋণের ১৫৩.৯১ কোটি টাকার (১০০%) খেলাপী অর্থ অন্তর্ভুক্ত করায় লক্ষ্য অর্জন দুরূহ হলেও কর্তৃপক্ষ এটিকে একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। উল্লেখ্য, ২০১২-২০১৩ অর্থবছর শেষে কর্পোরেশনের শ্রেণীকৃত ঋণের হার দাঁড়ায় ৯.৮০ শতাংশে; ২০১১-২০১২ অর্থবছর শেষে এ হার ছিল ১৪.০৪ শতাংশ।

পূর্ববর্তী অর্থবছর শেষে এই প্রথমবারের মতো কর্পোরেশনের শ্রেণীকৃত ঋণের হার সিঙ্গেল ডিজিটে উপনীত হয়। উল্লেখ্য, চব্বিশ হতে তদোর্ধ্ব সংখ্যক কিস্তি খেলাপী এ ঋণের হার রাষ্ট্রায়ত্ত্ব যে কোনো ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিএইচবিএফসি-তেই সর্বনিম্ন। কর্পোরেশনের বর্তমান ব্যবস্থাপনা পরিচালক শ্রেণীকৃত ঋণের পাওনা আদায়কে এ বছরের প্রথম অগ্রাধিকার ঘোষণা করে প্রতিষ্ঠানটির শ্রেণীকৃত ঋণের হার শূণ্য-তে নামিয়ে আনতে বদ্ধপরিকর।

২০১৩-২০১৪ অর্থবছরের আদায় লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অর্থবছরের শুরুতেই জোর তৎপরতা শুরু করা হয়েছে। এরই অংশ হিসেবে অর্থবছরের দ্বিতীয় মাসেই সপ্তাহব্যাপী এক আদায় কর্মসূচী হাতে নেয়া হয়। গত ২৪ থেকে ৩১ আগস্ট পর্যন্ত সর্বাধিক শ্রেণীকৃত ঋণের মোট পনেরটি মাঠ-অফিসে সদর দফতরের সায়ত্রিশ জন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাকে বিশেষ আদায় কাজে প্রেরণ করা হয়। তাঁরা শ্রেণীকৃত ঋণের গ্রহীতাদের সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগ করে এ সময় মোট ৭ কোটি টাকা আদায়সহ আরও ২০.৩৯ কোটি টাকা জমার প্রতিশ্রুতি আদায় করেন।

বিশেষ এ আদায় তৎপরতা চলাকালীন এ কার্যক্রম মনিটরিং ও আদায়কর্মী-গ্রহীতাদের সাথে মতবিনিময়ের জন্য কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মো. নূরুল আলম তালুকদার জোনাল অফিস, চট্টগ্রাম এবং রিজিওনাল অফিস টাংগাইল ও সিরাজগঞ্জ পরিদর্শন করেন। উল্লেখ্য, এ আদায় কর্মসূচীর ফলে আগস্ট মাসে আদায় হয়েছে ২৮.৭৮ কোটি টাকা যা বিগত বছরের একই সময়ের আদায় অপেক্ষা প্রায় ৩ কোটি টাকা বেশি।

গত ২৪ আগস্ট জোনাল অফিস চট্টগ্রামে আদায় বৃদ্ধি কার্যক্রম মনিটরিং উপলক্ষ্যে গ্রাহক ও কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় করছেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মো. নূরুল আলম তালুকদার (মাঝে)। (ডানে) মো. আফজাল করিম, উপ-মহাব্যবস্থাপক, আদায় বিভাগ। বাঁ- দিকে উপবিষ্ট ড. সৈয়দ মোহা. মোয়াজ্জাম হোসেন, জোনাল ম্যানেজার, চট্টগ্রাম।

গত ৩১ আগস্ট সিরাজগঞ্জে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভা শেষে একজন গ্রহীতার হাতে ঋণের মঞ্জুরী পত্র তুলে দিচ্ছেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক (বাঁ-থেকে দ্বিতীয়)। ডান দিকে যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় সি.এম. রুম, রিজিওনাল ম্যানেজার, সিরাজগঞ্জ, মো. জাহিদুল হক, জোনাল ম্যানেজার, রাজশাহী এবং বামে মো. খাজা ইমদাদুল বারী, প্রিন্সিপাল অফিসার, প্রশাসন বিভাগ, সদর দপ্তর, ঢাকা।

* নিম্নমান (২৪ - ৩৬ কিস্তির কম খেলাপী)	: টাকা ৩৬.৬৭ কোটি
* সন্দেহজনক (৩৬ - ৬০ কিস্তির কম খেলাপী)	: টাকা ২৯.৮৩ কোটি
* মন্দ (৬০-তদোর্ধ্ব কিস্তি খেলাপী)	: টাকা ৮৭.৪১ কোটি
শ্রেণীকৃত ঋণের মধ্যে মোট আদায়যোগ্য	: টাকা ১৫৩.৯১ কোটি

বিএইচবিএফসি'র অর্জন প্রশংসনীয় : সিলেটে গ্রাহক সমাবেশে অর্থমন্ত্রী

গত ৮ জুলাই সিলেট জেলা পরিষদ মিলনায়তনে বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশনের সিলেট জেলার ঋণ গ্রহীতাদের উপস্থিতিতে এক গ্রাহক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এসময় মাননীয় অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত, এম পি প্রধান অতিথি হিসেবে জেলার সেরা চারজন ঋণ পরিশোধকারীর হাতে সম্মাননা পদক তুলে দেন। বিএইচবিএফসি পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান মো. ইয়াছিন আলী (বাঁ-থেকে তৃতীয়) এবং সিলেট জেলা পরিষদের প্রশাসক আব্দুজ জহির চৌধুরী সুফিয়ান (ডানে দ্বিতীয়) বিশেষ অতিথি হিসেবে উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মো. নুরুল আলম তালুকদার (ডানে প্রথম)-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে সম্মানীত ঋণ গ্রহীতাগণসহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, বিভিন্ন সরকারী সংস্থা এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দও উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান অতিথির বক্তৃতায় অর্থমন্ত্রী দেশের আবাসন খাতের উন্নয়নে বিএইচবিএফসি'র অবদান ও গুরুত্বের কথা তুলে ধরেন। তিনি আরো কম সময়ে এবং সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের বিষয়ে কর্পোরেশনকে পরামর্শ দেন। সাম্প্রতিক সময়ে কর্পোরেশনের খেলাপী ঋণ আদায়সহ ঋণ মঞ্জুরী ও বিতরণে ক্রম:অগ্রগতি অর্জিত হওয়ায় তিনি কর্তৃপক্ষের কর্মপরিকল্পনায় সন্তোষ প্রকাশ করেন। সাম্প্রতিক সময়ে কর্পোরেশনের গ্রাহক সেবার মানের উন্নয়নে যে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে তা আরো এগিয়ে নেয়ার জন্যও তিনি কর্তৃপক্ষকে উপদেশ প্রদান করেন।

বিশেষ অতিথির বক্তৃতায় মো. ইয়াছিন আলী দেশের মানুষের জীবনমানের উন্নতি হয়েছে উল্লেখ করে মানুষের অন্যতম মৌলিক চাহিদা–মানসম্মত বাসস্থানের নিশ্চয়তা বিধানের উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, স্বাস্থ্য ও মানসম্মত বাসগৃহ নির্মানে দীর্ঘকালযাবৎ ঋণ সহায়তা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান বিএইচবিএফসি'র তহবিল স্বল্পতাই ঋণ প্রার্থীদের চাহিদা পূরণের পথে প্রধান বাঁধা। তিনি আরো বলেন, পর্যাপ্ত তহবিলের সংস্থান হলে দেশের গ্রোথ-সেন্টারসমূহসহ গ্রামাঞ্চলে ভূমি-সাশ্রয়ী ঊর্ধ্বমূখী আবাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলার বিষয়ে কর্পোরেশনের পরিকল্পনা রয়েছে।

সভাপতির বক্তব্যে ড. মো. নূরুল আলম তালুকদার বিএইচবিএফসি-কে আধুনিক, গতিশীল ও যুগোপযোগী একটি সেবামুখী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার লক্ষ্যে তাঁর গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের বিবরণ প্রদান করেন। তাঁর গৃহীত এসব পদক্ষেপের ফলে কর্পোরেশনের প্রতি মানুষের আস্থার ভিত্তি মজবুত হয়েছে এবং প্রতিষ্ঠানটির সুনাম দেশে-বিদেশে বৃদ্ধি পেয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। বিএইচবিএফসি'র সার্বিক অর্জনে সূচিত অগ্রগতির এ সময়টিতেও তহবিলের অপ্রতুলতার কারণে জনগণের চাহিদা অনুযায়ী সারাদেশে পর্যাপ্ত ঋণ সহায়তা প্রদান করা যাচ্ছে না বলেও তিনি সকলকে অবগত করেন। ড. তালুকদার তহবিল সংকট কাটাতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীন বিশেষ তহবিল হতে ২০০ কোটি, বাংলাদেশ ব্যাংকের গৃহায়ন তহবিল হতে ৩০০ কোটি এবং জাতীয় বাজেট হতে ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখার বিষয়ে কর্পোরেশনের প্রস্তাবনার বিষয়েও উল্লেখ করেন। তহবিল সংকটের স্থায়ী সমাধান নিশ্চিত করতে কর্পোরেশনকে একটি বিশেষায়িত ব্যাংকে রূপান্তর করতে তিনি অর্থমন্ত্রীর আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করেন।

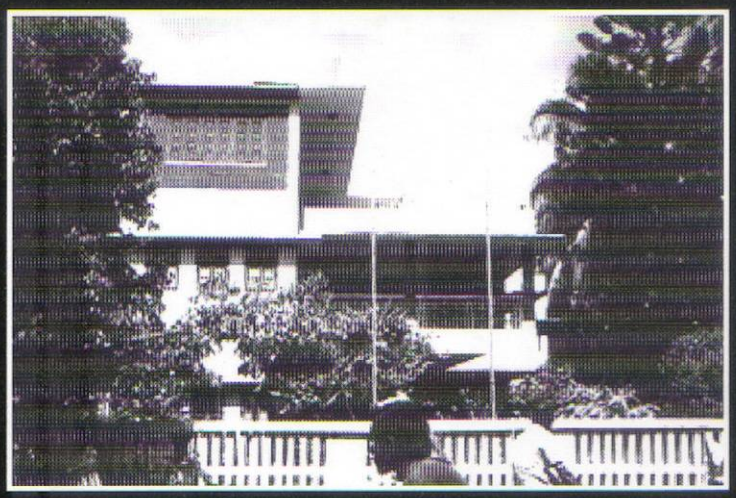

বিএইচবিএফসি'র ঋণে গড়া
জাতির জনকের এই গৃহকোণে -
১৫ আগস্টের নৃশংস ঘটনা
চিরঅম্লান আমাদের মনে।

১৫ আগস্ট : জাতীয় শোক দিবস উদ্‌যাপন

গত ১৫ আগষ্ট বাংলাদেশের স্থপতি ও জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৩৮-তম শাহাদৎ বার্ষিকী পালিত হয়। বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন যথাযোগ্য মর্যাদায় তাঁর এ শাহাদৎ বার্ষিকী ও জাতীয় শোকদিবস পালন করে। কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মো. নূরুল আলম তালুকদার এদিন প্রত্যুষে কর্পোরেশনের সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ ধানমন্ডিস্থ বঙ্গবন্ধুর বাসভবনের সামনে স্থাপিত জাতির জনকের প্রতিকৃতিতে পুস্পস্তবক অর্পন করেন। কর্পোরেশনের দু'জন মহাব্যবস্থাপক – আফরোজা গুল নাহার এবং কফিল উদ্দিন আহাম্মদ চৌধুরীসহ ঢাকা মহানগরীতে অবস্থিত বিএইচবিএফসি'র পাঁচটি জোনাল অফিস এবং সদর দফতরের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ শোক দিবসের এ অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। উল্লেখ্য, স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর মুক্তিযোদ্ধা ড.মো. নূরুল আলম তালুকদারের সহধর্মিনী মিসেস তালুকদারও উক্ত শ্রদ্ধা নিবেদন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। এ সময় বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতা পরিষদ বিএইচবিএফসি শাখার নেতৃবৃন্দও জাতির জনকের প্রতিকৃতিতে পুস্পস্তবক অর্পন করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

জাতির জনকের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদনের পর কর্পোরেশনের সদর দফতর প্রাঙ্গনে শোকদিবসের এক আলোচনা সভা ও দোয়ামাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। বঙ্গবন্ধু পরিষদ, বিএইচবিএফসি শাখার আয়োজনে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় বঙ্গবন্ধু পরিষদ, কেন্দ্রীয় কমিটি'র নেতৃবৃন্দ ও কর্পোরেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান শেষে দরিদ্র ও অসহায় মানুষদের মধ্যে খাবার বিতরণ করা হয়।

প্রসঙ্গত: জাতীয় শোকদিবসে কর্পোরেশনের সকল জোনাল ও রিজিওনাল অফিস মিলাদ মাহফিল ও দোয়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

২০১৩ সালে বিএইচবিএফসি'র শাখা বেড়েছে চারটি

দেশের অন্যতম রাষ্ট্রমালিকানাধীন আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিএইচবিএফসি উপযুক্ত পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে এযাবৎ এর শাখা সম্প্রসারণে খুব বেশী সফল হয়নি। তবে, গত দু'বছরে কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মসূচী বাস্তবায়নের অনুকূল পরিবেশ কাজে লাগিয়ে প্রতিষ্ঠানটির সেবা-কার্যক্রম জনগনের দোঁড়গোড়ায় পৌঁছে দেয়ার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। ফলে, গৃহায়ণ খাতে সরকারী ঋণ সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে জাতীয় জীবনে অনন্য অবদান রাখা এ প্রতিষ্ঠানটি ২০১৩ সালে এ পর্যন্ত চারটি নতুন রিজিওনাল অফিস চালু করতে সক্ষম হয়েছে।

২০১২ সাল পর্যন্ত সমগ্র দেশে কর্পোরেশনের শাখা অফিস ছিল মাত্র ২৫টি। পাক্ষন্তরে, দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি, মানুষের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি এবং ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত গৃহ ঋণের চাহিদা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। এ অবস্থায়, কর্পোরেশনের ঋণ সহায়তা জনগণের দোঁড়গোড়ায় পৌঁছে দেয়ার জন্য দেশের প্রতিটি জেলায় অন্তত: একটি করে অফিস স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এ বাস্তবতায় কর্পোরেশনের শাখা অফিস বৃদ্ধির উদ্যোগ নেয়া হয়।

সরকারী সেবা দেশের সকল অঞ্চলের লক্ষ্য অর্জনের কর্পোরেশনের সাফল্যের সম্ভাবনা সরকারের উচ্চ পর্যায় ইতিবাচক সাড়া পাওয়া দেশের প্রাজ্ঞ অর্থমন্ত্রী মুহিত এমপি এর ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় গুরুত্বপূর্ণ জেলায় রিজিওনাল অফিস পাওয়া যায়।

- ১৯ জানুয়ারি
  গোপালগঞ্জ অফিস উদ্বোধন
- ১ জানুয়ারি
  কিশোরগঞ্জ অফিস উদ্বোধন
- ২ ফেব্রুয়ারি
  শ্রীমঙ্গল অফিস উদ্বোধন
- ৮ জুন
  সিরাজগঞ্জ অফিস উদ্বোধন

বিকেন্দ্রীকরণ এবং সুসম উন্নয়নের পাশাপাশি ব্যবসায়িক বিবেচনায় থেকে এ বিষয়ে যায়। বিশেষত: আবুল মাল আবদুল আন্তরিক সহযোগিতা দেশের বিভিন্ন কর্পোরেশনের খোলার অনুমোদন

দেশের বড় বড় মেট্রোপলিটন ও পৌর-শহরসমূহের বাহিরে গ্রোথ-সেন্টারসহ গ্রামাঞ্চলে বিএইচবিএফসির ঋণ সহায়তা জোরদার করার বিষয়ে বর্তমান মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী এবং প্রধানমন্ত্রীর জনপ্রশাসন বিষয়ক উপদেষ্টা এইচ. টি ইমামের আগ্রহের ফলশ্রুতিতে ২০১৩ সালের জানুয়ারী থেকে জুন পর্যন্ত ছয় মাসে কর্পোরেশনের মোট চারটি নতুন রিজিওনাল অফিস খোলা সম্ভব হয়েছে। উল্লেখ্য, গত ১ ও ১৯ জানুয়ারী যথাক্রমে কিশোরগঞ্জ ও গোপালগঞ্জে দুটি রিজিওনাল অফিসের কার্যক্রম উদ্বোধন করা হয়। গোপালগঞ্জ অফিসটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং কিশোরগঞ্জ অফিসটি সাবেক স্পিকার ও বর্তমান মহামান্য রাষ্ট্রপতি মো. আব্দুল হামিদ, এ্যাডভোকেট শুভ উদ্বোধন করেন। এরপর গত ২ ফেব্রুয়ারী ও ৮ জুন তারিখে যথাক্রমে মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গলে ও সিরাজগঞ্জে আরো দুটি অফিস চালু করা হয়। এ দু'টি অফিসের উদ্বোধন করেন যথাক্রমে জাতীয় সংসদের সরকার দলীয় চীফ্ হুইপ আব্দুস শহীদ এমপি ও প্রধানমন্ত্রীর জনপ্রশাসন বিষয়ক উপদেষ্টা এইচ.টি ইমাম।

এসব অফিস চালুর ফলে বিএইচবিএফসি'র গৃহ ঋণ সহায়তা হাতের নাগালে পৌঁছে যাওয়ার সুফল পাচ্ছে এসব এলাকার জনগণ। ভবিষ্যতে সরকারের অনুরূপ সহায়তা পেলে দেশের প্রতিটি জেলায় শাখা অফিস স্থাপনের লক্ষ্য অর্জনে বিএইচবিএফসি এগিয়ে যেতে সক্ষম হবে।

গোপালগঞ্জ অফিস উদ্বোধন করছেন প্রধানমন্ত্রী

কিশোরগঞ্জ অফিস উদ্বোধন করছেন সাবেক স্পীকার

শ্রীমঙ্গল অফিস উদ্বোধন করছেন সরকার দলীয় চীফ্ হুইপ

সিরাজগঞ্জ অফিস উদ্বোধন করছেন প্রধানমন্ত্রীর জনপ্রশাসন বিষয়ক উপদেষ্টা

অভ্যন্তরীণ হিসাব নিরীক্ষা ও পরিদর্শন শীর্ষক ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত

গত ১১ থেকে ১২ সেপ্টেম্বর কর্পোরেশনের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অভ্যন্তরীণ হিসাব নিরীক্ষা ও পরিদর্শন শীর্ষক দু'দিনের এক ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়। কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মো. নূরুল আলম তালুকদার প্রধান অতিথি হিসেবে এ প্রশিক্ষণ কর্মশালার শুভ উদ্বোধন করেন। কর্পোরেশনের মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন) আফরোজা গুল নাহার-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ওয়ার্কশপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানের মহাব্যবস্থাপক কফিল উদ্দিন আহাম্মদ চৌধুরীসহ পরিকল্পনা ও মানব সম্পদ উন্নয়ন বিভাগের উপ-মহাব্যবস্থাপক এ. কে. এম মান্নান ভূঞা এবং অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। কর্পোরেশনের সদর দফতর এবং মাঠপর্যায়ের অফিসসমূহে অডিট সংক্রান্ত কাজে দায়িত্বপ্রাপ্ত **সিনিয়র অফিসার** ও **অফিসার** পর্যায়ের মোট আটাশ জন কর্মকর্তা ওয়ার্কশপে প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে অংশ গ্রহণ করেন।

ওয়ার্কসপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখছেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মো. নূরুল আলম তালুকদার (মাঝে)।তাঁর দু'পাশে কর্পোরেশনের মহাব্যবস্থাপকদ্বয়-যথাক্রমে আফরোজা গুল নাহার ও কফিল উদ্দিন আহাম্মদ চৌধুরী।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রশিক্ষনার্থীদের এ কর্মশালায় শুভেচ্ছা জানান। নিজ প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতে নিরীক্ষা বিষয়ে দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে পেশাগত জীবনে তা প্রতিফলিত করতে তিনি প্রশিক্ষণার্থীদের উপদেশ প্রদান করেন। কর্পোরেশনের নির্বাহী প্রধানের দায়িত্ব গ্রহণের পর তিনি মানব সম্পদ উন্নয়নের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে নিয়মিতকরণের ব্যবস্থা নিয়েছেন উল্লেখ করে তিনি এ কার্যক্রমকে আরো জোরদার করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

'ইউজার লেভেল ট্রেনিং অন এ্যাপ্লিকেশন' শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত

গত ১৯ থেকে ২২ আগস্ট কর্পোরেশনের কম্পিউটার ও তথ্য বিভাগে কম্পিউটার বিষয়ক এক প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। দু'দিন করে দুই পর্বে বিভক্ত এ প্রশিক্ষণ কোর্সে কর্পোরেশনের একচল্লিশ জন **ডাটা-এন্ট্রি-অপারেটর** ও তিন জন **অফিসার** প্রশিক্ষণ নেন। কম্পিউটার সার্ভার চালনা ও রক্ষনাবেক্ষণ এবং Loan Management System ও Customized Application -এ দক্ষ জনবল তৈরির লক্ষ্যে এ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীদের হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। ইনফরমেশন সলিউশন লিমিটেড নামক একটি প্রতিষ্ঠান প্রশিক্ষণার্থীদের এ প্রশিক্ষণে সহায়তা করে।

কর্পোরেশনে ডিজিটাইজেশন পদ্ধতির পরিধি বিস্তৃত করার জন্য সম্প্রতি একটি প্রধান সার্ভার এবং উনিশটি পিসি সার্ভার স্থাপন করা হয়। প্রধান সার্ভারটি সদর দফতর এর **কম্পিউটার ও তথ্য বিভাগে** এবং পিসি সার্ভারসমূহ উনিশটি জোনাল ও রিজিওনাল অফিসে স্থাপন করা হয়। উল্লেখ্য, এ সার্ভারসমূহ স্থাপনের পর রেকর্ড-স্বল্পতম সময়ে ২০১২-২০১৩ অর্থবছরের বার্ষিক হিসাব সমাপ্তির কাজ সুসম্পন্ন করা সম্ভব হয়।

বিএইচবিএফসি'র ট্রেনিং সেন্টারে বিএসটিডি'র মতবিনিময় সভা

গত ১৬ আগষ্ট কর্পোরেশনের **প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে** বাংলাদেশ সোসাইটি ফর ট্রেনিং এন্ড ডেভেলপমেন্ট (বিএসটিডি)'র আয়োজনে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান প্রধানদের এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিএসটিডি'র সভাপতি ড. সা'দত হুসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় অর্থ মন্ত্রনালয়ের ব্যাংকিং বিভাগের সচিব ড. এম আসলাম আলম, বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান মো. ইয়াছিন আলী এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মো. নূরুল আলম তালুকদার উপস্থিত ছিলেন। কর্পোরেশনের সাবেক চেয়ারম্যান মো. জানিবুল হক এবং মহাব্যবস্থাপকদ্বয়ও এ সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভায় মুক্ত আলোচনা পর্বে গণ-গন্থাগার অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. নূর হোসেন তালুকদার দক্ষ কর্মী-বাহিনী গড়ে তুলতে প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করে এ পর্বের সূচনা করেন। অত:পর পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন ট্রেনিং ইন্সটিটিউটের মহাপরিচালকঃ মানবেন্দ্র ভৌমিক, বিএসটিডি'র সহ-সভাপতিঃ মোকারম হোসেন, অগ্রণী ব্যাংক ট্রেনিং ইন্সটিটিউটের পরিচালকঃ বাবুল কুমার সাহা রায়, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ট্রেনিং ইন্সটিটিউটের অধ্যক্ষ ড. মো. লিয়াকত হোসেন মোড়ল, বিএসটিডি'র যুগ্ম-মহাসচিব বিলকিস বেগম, সহ-সভাপতি মুহা. আব্দুল কুদ্দুস ও মহাসচিব খান্দকার ইব্রাহিম খালেদ বক্তব্য রাখেন। বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশনে একটি উন্নতমানের ট্রেনিং সেন্টার গড়ে তোলায় ড. সা'দত হুসাইন কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক-কে ধন্যবাদ জানান।

মতবিনিময় সভার একটি দৃশ্য। বাঁ-দিক থেকে যথাক্রমে খোন্দকার ইব্রাহীম খালেদ, ড. সা'দত হুসাইন এবং ড. মো. নূরুল আলম তালুকদার।

বিগত তিন বছরে ব্যবসায়িক সাফল্যে ক্রমাগত উন্নতি

বিএইচবিএফসি'র ব্যবসায়িক কর্মকান্ডে উন্নতির ধারাবাহিকতা অব্যাহত রয়েছে। গৃহ নির্মাণ ঋণ বিতরণ, বিনিয়োগকৃত অর্থ আদায় এবং মুনাফা অর্জনের ক্ষেত্রে সর্বশেষ দু'বছরে উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে।

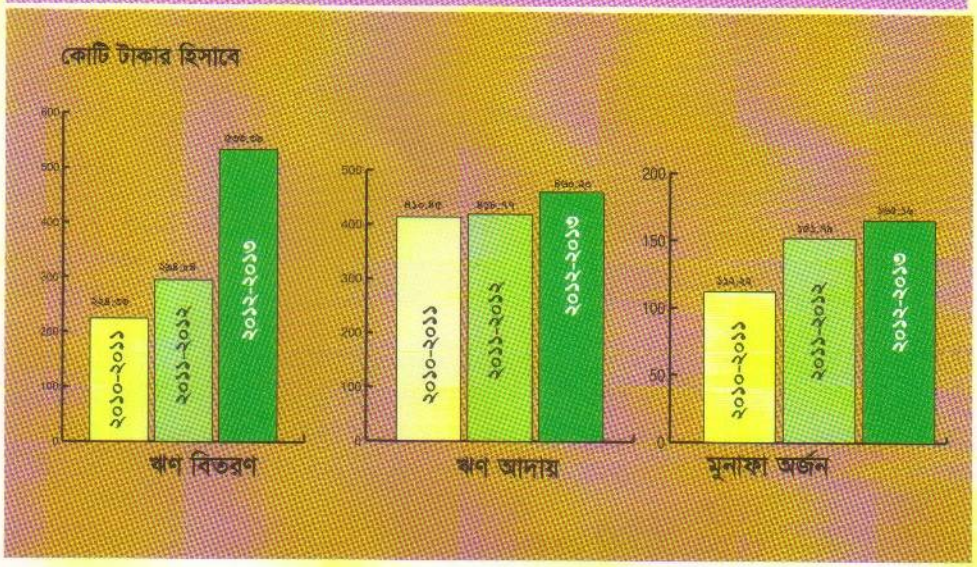

ঋণ বিতরণ ঃ

২০১০-২০১১ অর্থবছরে ঋণ বিতরণের পরিমান ছিল ২২৪.৩৩ কোটি টাকা। যুগোপযোগী কার্যব্যবস্থা গ্রহণ ও সেবার মান বৃদ্ধির ফলে ২০১১-২০১২ অর্থবছরে ঋণ বিতরণের পরিমান দাঁড়ায় ২৯৪.৮৪ কোটি টাকায়। ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে বিতরণকৃত ঋণের পরিমান ৪৩৩.৩৯ কোটি টাকা। ২০১০-২০১১ অর্থবছরের তুলনায় ২০১১-২০১২ অর্থবছরে ৩১.৪৩ শতাংশ এবং ২০১১-২০১২ অর্থবছরের তুলনায় ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে ঋণ বিতরণ ৪৬.৯৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

ঋণ আদায় ঃ

২০১০-২০১১ অর্থবছরে ঋণ আদায়ের পরিমান ছিল ৪১৩.৪৫ কোটি টাকা। যথাযথ আদায় তৎপরতার ফলে ২০১১-২০১২ অর্থবছরে মোট আদায় হয়েছে ৪১৮.৭৭ কোটি টাকা। ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে আদায়কৃত অর্থের পরিমান ৪৬০.২০ কোটি টাকা। এরফলে ২০১০-২০১১ অর্থবছরের তুলনায় ২০১১-২০১২ অর্থবছরে ১.২৯ এবং ২০১১-২০১২ অর্থবছর অপেক্ষা ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে আদায় ৭.৩৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

মূনাফা অর্জন ঃ

২০১০-২০১১ অর্থবছরে কর্পোরেশনের নীট মুনাফার পরিমান ছিল ১১২.২২ কোটি টাকা। ২০১১-২০১২ ও ২০১২-২০১৩ (প্রভিশনাল) অর্থবছরে মুনাফার পরিমান যথাক্রমে ১৫১.৭৯ ও ১৬৫.১৬ কোটি টাকা। ২০১০-২০১১ অর্থবছরের তুলানায় ২০১১-২০১২ অর্থবছরে এর প্রবৃদ্ধি ৩৫.২৬ শতাংশ। পক্ষান্তরে, ২০১১-২০১২ অর্থবছর অপেক্ষা ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে মূনাফা (প্রভিশনাল) বৃদ্ধি পেয়েছে ৮.৮১ শতাংশ।

উপরের বার-ডায়াগ্রামের মাধ্যমে তিনটি সূচকের উন্নতির চিত্র প্রদর্শিত হয়েছে।

গ্রামীণ আবাসন খাতে ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধি

পূর্বে দেশের মহানগরীসমূহের উন্নত আবাসিক এলাকাতেই কর্পোরেশনের সিংহভাগ ঋণ বিতরণ করা হতো। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে কর্পোরেশন গ্রোথ-সেন্টার ও গ্রামীণ এলাকাসমূহকেও সমান গুরুত্ব প্রদান করে। প্রতিষ্ঠানটির বর্তমান কর্তৃপক্ষ দেশের চাষযোগ্য ভূমি রক্ষার মাধ্যমে ভবিষ্যতের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করে পরিবেশ- বান্ধব আবাস বিনির্মানে ভূমিকা রাখতে বদ্ধপরিকর। এ লক্ষ্যে বিএইচবিএফসি'র বর্তমান ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মো. নূরুল আলম তালুকদার গ্রামাঞ্চলে ভূমি-সাশ্রয়ী উর্ধ্বমূখী কমিউনিটি বাসস্থান গড়ে তুলতে বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা হাতে নিয়েছেন। এজন্য তিনি কর্পোরেশনের বিনিয়োগযোগ্য তহবিল বৃদ্ধির বিষয়েও সরকারের উচ্চ পর্যায়সহ বিশ্ব ব্যাংকের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রেখেছেন।

দেশের প্রতিটি জেলায় কর্পোরেশনের অন্তত: একটি করে অফিস স্থাপনের মাধ্যমে মহানগরী বহির্ভূত এলাকায় গৃহ ঋণের প্রবাহ বৃদ্ধির প্রয়াস ইতোমধ্যে সফল হতে শুরু করেছে। বিগত তিনটি অর্থবছরের পরিসংখ্যান পর্যালোচনায় দেখা যায়, ২০১০-২০১১ অর্থবছরে ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগরী এবং এ দু'টি মহানগরী বহির্ভূত এলাকায় ঋণ বিতরণের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১৪২.৫৬ কোটি ও ৮১.৭৭ কোটি টাকা ; অনুপাত ৬৩:৩৭। ২০১১-২০১২ অর্থবছরে প্রধান দু'টি মহানগরীতে ঋণ বিতরণের পরিমাণ ১৬২.২৮ কোটি টাকা। পক্ষান্তরে, এ অর্থবছরে এ দু'টি শহরের বাহিরে বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ ১৩৫.৮০ কোটি টাকা। সেমতে ২০১১-২০১২ অর্থবছরে এর অনুপাত ৫৪:৪৬। সর্বশেষ ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগরীতে মোট ২২৬.৫১ কোটি টাকার ঋণ বিতরণ করা হয় যা সারাদেশে বিতরণকৃত ঋণের ৫২ শতাংশ। ফলে, এ দুটি মহানগরীর বাহিরে বিতরণকৃত ঋণ শতকরা ৪৮ ভাগ। পাশের পাই-চার্টে গ্রামীণ এলাকায় ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধির চিত্র প্রদর্শন করা হলো।

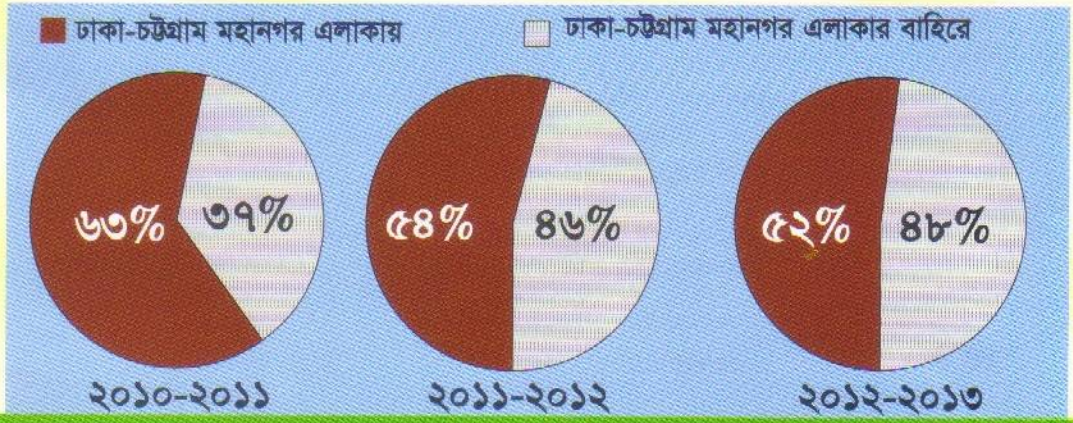

আবাসন ক্ষেত্রে ব্যাপক অবদান রাখতে পারে বিএইচবিএফসি

দেশ স্বাধীনের পর চার দশকেরও বেশী সময় অতিবাহিত হয়েছে। উন্নতি নির্দেশক বিভিন্ন সূচকের সময়ভিত্তিক পরিসংখ্যান পর্যালোচনায় এসময়ে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি-ধারা নেহায়েত মন্দ নয়। অতি জনসংখ্যা অধ্যুষিত এদেশের ভূ-প্রকৃতির বাস্তবতা বিবেচনায় একটু ধীর গতিতে হলেও সমৃদ্ধির পথেই হাঁটছে বাংলাদেশ। বিশেষতঃ গণতান্ত্রিক সরকারসমূহের শাসনামলে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ব্যবসায়, শিল্প এবং কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। কৃষি ক্ষেত্রে সূচিত হয়েছে এক অনন্য বিপ্লবের। যোগাযোগ ব্যবস্থায় তাৎপর্যপূর্ণ অবকাঠামোগত উন্নতির মধ্যদিয়ে রাজধানী ঢাকার সাথে দেশের প্রায় সমগ্র এলাকা সংযুক্ত হয়েছে। ফলে, পণ্যের উৎপাদন এবং বাজারজাতকরণ ব্যবস্থায় গতি সঞ্চারিত হয়েছে। তথ্য-প্রযুক্তির উন্নয়নের ফলে সামগ্রিক জীবন ব্যবস্থায় সাবলীলতা অর্জিত হয়েছে। এরফলে, বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দার তেমন কোন কুফল বাংলাদেশের অর্থনীতিকে সেভাবে বিপর্যস্ত করতে পারেনি। বরং এসময়েও বাংলাদেশের অর্থনীতিতে সন্তোষজনক প্রবৃদ্ধি অর্জন অব্যাহত রয়েছে এবং মানুষের মাথা পিছু গড় আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে গুটিকয়েক যে ক'টি দেশ মধ্যম আয়ের রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার দারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে, বাংলাদেশ তাদের অন্যতম।

বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দার তেমন কোন কুফল বাংলাদেশের অর্থনীতিকে সেভাবে বিপর্যস্ত করতে পারেনি। বরং এসময়েও বাংলাদেশের অর্থনীতিতে সন্তোষজনক প্রবৃদ্ধি অর্জন অব্যাহত রয়েছে

মানুষের মৌলিক মানবিক চাহিদাসমূহ পরিপূরণে সফলতা অর্জনে কৃতিত্বই একটি রাষ্ট্রকে সফলতায় ভূষিত করে। বিগত বছরসমূহে ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্তিতে বাংলাদেশ বিশ্ব-ফোরামে প্রশংসিত হয়েছে। অন্যান্য মৌলিক চাহিদাসমূহ অর্থাৎ বস্ত্র, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রেও এসরকারের গৃহীত উন্নয়ন কর্মসূচীর ফলে লক্ষ্যণীয় অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। এক্ষেত্রে দক্ষিণ এশিয়ায় অন্যতম আদর্শ-স্থানীয় রাষ্ট্র বাংলাদেশ। এদেশের মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণের পথে গৃহায়ণ খাতটিতেই সবচেয়ে বেশি কাজ করার অবকাশ রয়েছে। অন্যসব মৌলিক চাহিদা পূরণে মোটামুটি গ্রহনযোগ্য অগ্রগতি ও মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে দেশের সিংহভাগ মানুষের জন্য একখন্ড মানসম্মত পাকা-বাড়ী এখন আর কোন স্বপ্ন নয়।

ক্রমঅগ্রসরমান এই বাংলাদেশের স্বপ্ন বহু আগেই দেখেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। আবাসনের মত মৌলিক চাহিদা পূরণে ১৯৭২ সালেই তিনি বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশনের পুনর্গঠন করেছিলেন। এদেশের ভূ-প্রকৃতি এবং নৃতাত্ত্বিক অবস্থা বিবেচনায় এদেশের সাধারণ মানুষের এ মৌলিক চাহিদা পূরণে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা তাঁর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাষ্ট্রচিন্তা থেকে বাদ পড়েনি। বন্যা, সাইকোন, টর্নেডো, নদীভাঙ্গন, পাহাড়ধ্বসের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগে অসংখ্য প্রাণহানি এবং গৃহ-দুর্গত মানুষের মানবেতর জীবন এ দেশের নিষ্ঠুর বাস্তবতা। ভূমি ও বাস্তুভিটাহীন ভাসমান মানুষ, দারিদ্রপিড়ীত শহরের বস্তিবাসী এবং যাযাবর বেদে সম্প্রদায়ের মানুষের গৃহহীনতার দুর্গতি যুগ যুগ ধরে মানবতার লজ্জা হিসেবে সমাজে বিরাজ করতে পারে না। আর এ সমস্যা মোকাবেলায় রাষ্ট্রকেই যে এগিয়ে আসতে হবে– এ কথা অনস্বীকার্য।

বাংলাদেশের মানুষের গৃহায়ণ সমস্যার সমাধানে বিএইচবিএফসি দীর্ঘদিন যাবৎ সীমিত সামর্থের মধ্যদিয়ে গৃহ নির্মাণে ঋণ সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে। স্বাধীনতাপূর্ব দুই দশকসহ এ খাতে কাজ করার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানটির রয়েছে প্রায় বাষট্টি বছরের অভিজ্ঞতা। জন্মলগ্ন থেকে এ পর্যন্ত কর্পোরেশন সারাদেশে ১,৮৫,৫২৪ টি হাউজিং ইউনিট নির্মাণের মাধ্যমে অসংখ্য মানুষের জন্য নিরাপদ ও মানসম্মত আবাসন নির্মাণে ৪,৫৩৬.৯২ কোটি টাকার ঋণ সহায়তা প্রদান করেছে। উন্নয়নশীল অর্থনীতির সূচনাপর্বে বিএইচবিএফসি'র এ অবদান এর সংগতি অনুযায়ী অপ্রতুল না হলেও বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটির করণীয় এবং এর প্রতি জনগনের প্রত্যাশা পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশি। সময়ের প্রয়োজন এবং জনপ্রত্যাশার প্রেক্ষিতে ঐতিহ্যবাহী এ প্রতিষ্ঠানটির অর্থনৈতিক সামর্থ বহুগুণে বৃদ্ধি করে বিএইচবিএফসি'র গৃহ ঋণ সহায়তা দেশব্যাপী সহজলভ্য করা দরকার। প্রাণহানি প্রতিরোধ বা জীবন রক্ষা, জীবন মানের উন্নয়ন, স্বাস্থ্য-শিক্ষা ও সামাজিক উন্নয়ন, ভূমি-সাশ্রয়ের মাধ্যমে ভবিষ্যতের খাদ্য নিরাপত্তা (food security) এবং সর্বোপরি পরিবেশ রক্ষার প্রয়োজনে দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ও সেবামূলক এ প্রতিষ্ঠানটির তহবিল সংকট এর পিছুটান দূরিভূত করা প্রয়োজন। পর্যাপ্ত তহবিলের যোগান দিয়ে অথবা ব্যাংকিং ব্যবসায়-এর মাধ্যমে বিনিয়োগের জন্য পর্যাপ্ত তহবিল গঠনের সুযোগ দিতে হবে প্রতিষ্ঠানটিকে। সারাদেশে কর্পোরেশনের ঋণের গ্রহণযোগ্যতা ও ব্যাপক চাহিদা অনুযায়ী পর্যাপ্ত ঋণ সহায়তা প্রদান করা গেলে আবাসন সমস্যা তথা অন্যতম -এ মৌলিক চাহিদাটি পূরণে ব্যাপক অবদান রাখতে পারে বিএইচবিএফসি।

সম্পাদক মন্ডলী ঃ **এ. কে. এম মান্নান ভূঞা,** উপ-মহাব্যবস্থাপক (পিএইচআরডি) , **আবু বকর সিদ্দিক খান,** প্রিন্সিপাল অফিসার
মো. বদিউজ্জামান, প্রিন্সিপাল অফিসার

প্রকাশনা ঃ **পরিকল্পনা ও মানবসম্পদ উন্নয়ন বিভাগ, বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন**
২২, পুরানা পল্টন, ঢাকা -১০০০, E-mail : bhbfc@bangla.net, Web : www.bhbfc.gov.bd